যুগান্তর

তারিখ ... 27 NOV 2013

৫ ... ৩

আইটি বিশ্ব

jugantordotcom@yahoo.com

আইটিইই পরীক্ষা

এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয়

প্রথমবারের মতো ইনফরমেশন টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশনে (আইটিইই) অংশ নিয়ে এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম স্থান অর্জন করে ভিয়েতনাম। বিডি-আইটেকের প্রকল্প পরিচালক ড. শেখ আমজাদ হোসেন আইটিইই কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার এ ফলাফল প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ২৫ জন পরীক্ষার্থী আইটিইইতে কৃতকার্য হয়েছে বলেও জানান প্রকল্প পরিচালক। আগামী ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে আইটিইই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে। আইটি গ্র্যাজুয়েট ও পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক দক্ষতা পরিমাপের লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) সহযোগিতায় ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় এ পরীক্ষা। বাংলাদেশের ১৫৮ জন আইটি পেশাদার সম্পূর্ণ বিনা খরচে ইনফরমেশন টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশনে অংশ নেন। আইটিইই প্রসঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান বলেন, আইটিইইতে বাংলাদেশের সাফল্য আইটি পেশাজীবীদের কাজের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করেছে।

উল্লেখ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন "বাংলাদেশ আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন সেন্টার (বিডি-আইটেক)"-এর মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো জাপান সরকারের সহায়তায় তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপক আইটিইই পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়।

জাপানে এটি আইটি প্রফেশনালদের মান নিয়ন্ত্রক জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত এবং বছরে পাঁচ থেকে ছয় লাখ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এশিয়ার ১২টি দেশে মিউচুয়ালি এই পদ্ধতি চালু আছে। বাংলাদেশে এই পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে দেশের আইটি পেশাজীবীরা তাদের দক্ষতার পরিমাপ করতে পারবেন এবং এই সার্টিফিকেট অর্জনের ফলে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

—এম মিজানুর রহমান সোহেল